শিব্রাম রচনাবলী

চতুর্থ খণ্ড

সম্পাদনায়

শিবরাম চক্রবর্তী

বলে গেছেন উপনিষদ
আরাম নাহি অল্পে।
বাড়ি-শুদ্ধ সবার আমোদ
শিবরামের গল্পে।।

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

নিবেদন

এই রচনাবলির তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকার শুরুতেই শিবরাম চক্রবর্তী লিখেছিলেন ঃ বয়সোচিত অসুস্থতার হেতু, দুঃখের বিষয়, লেখকদেরও অন্তিম কাল আসে—, বার্ধক্য তাদের ক্ষমা করে না—'

চতুর্থ খণ্ড প্রকাশন কালে তিনি আর নেই—একথা ভাবতেও পারি না; তবু তা নির্মম সত্য। তাঁরই পরিকল্পিত রচনাবলি প্রকাশের দায় বহন করতে হচ্ছে আমাকে নানা বিপর্যয়ের মধ্যে। আশা করি, গ্রাহকরা নিজগুণে সব ত্রুটি মার্জনা করবেন।

তৃতীয় খণ্ড আড়ে বহরে বাড়াতে পারেনি শ্রদ্ধাস্পদ শিবরাম চক্রবর্তীর অসুস্থতার জন্য। চতুর্থ খণ্ডেও তা একই রইল। পঞ্চম খণ্ডের শ্রীবৃদ্ধি যাতে হয়—সে চেষ্টা অবশ্যই করব।

শ্রীপঞ্চমী,
১৩৮৭

বিনীতা
প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচিপত্র

- নিখরচায় জলযোগ ৭
- দুগ্ধপানের ইতিহাস ১৬
- ঠিক ঠিক পিকনিক ২১
- অমূলক কাহিনী নয় ২৭
- ইংরিজি যার নাম ৩৩
- হাতি-মার্কা বরাত ৩৯
- ফিস্‌টের ফিস্‌টি ৪৫
- জবাই! ৫৩
- লাভের বেলায় ঘণ্টা! ৬০
- নেমন্তন্ন? আমার জন্য! ৬৫
- দেশের মধ্যে নিরুদ্দেশ ৭৩
- টুকটুকির গল্প ৮১
- চকরবরতিরা সহজ নয়! ৮৭
- চশমার ডাঁট ৯২
- ধাপে ধাপে শিক্ষালাভ ৯৭
- তিন ওয়ালা আর এক ওয়ালি ১০২
- ইচ্ছাপূরণ ১০৯
- গাছের বিড়ম্বনা ১১৬
- ডাক্তার ডাকলেন হর্ষবর্ধন ১২২
- হর্ষবর্ধনের উপর টেক্কা ১৩১
- দৌড়বাজি দেখলেন হর্ষবর্ধন ১৪০
- হর্ষবর্ধনের উপর বাটপাড়ি ১৪৮
- চোর ধরল গোবর্ধন ১৫৬
- গোবর্ধনের কেরামতি ১৬১
- একলব্যের মুণ্ডপাত ১৬৭
- লাভপুরের ডিম ১৭৩
- নাক নিয়ে নাকাল ১৭৯
- আস্তে আস্তে ভাঙতে হয় ১৮৬
- নেমন্তন্ন লাভ ১৯০
- বিমানুষিক ব্যবহার ১৯৩
- জাহাজ ধরা সহজ নয় ১৯৮
- মই নিয়ে হৈ-চৈ ২০৬
- ঋণং কৃত্বা ২১৪
- ঘুম ভাঙার রাত ২১৮
- পালাবার পালা ২২৩
- পেয়ারার স্বর্গ ২২৯
- নিকুঞ্জকাকুর গল্প ২৩৪
- ঠকের ঠক্কর ২৪১
- সোনার ফসল ২৪৬
- মারাত্মক জলযোগ ২৫০
- তারের তাড়া ২৫৪
- গিনিপিগ আর গিনিপিগ ২৫৮
- তোতাপাখির পাকামি ২৬৭
- ছারপোকার বাড় ২৭২
- ঘড়ির চোট ঘাড়ে ২৭৮
- ব্যবসার আটঘাট ২৮৩
- জুজু ২৮৯
- ঢিল থেকে ঢোল ২৯৬
- পড়শির মায়া ৩০১

নিখরচায় জলযোগ

সেই থেকে নকুড় মামার মাথায় টাক। ফাঁক করছি সে কথা অ্যাদ্দিনে ....

চালবাজি করতে গিয়ে—চালের ফাঁকিতে বানচাল হয়ে—মাথার আটচালায় ওই ফাঁক! সেদিন যে হাল হয়েছিল—যা নাজেহাল হতে হয়েছিল আমাদের.....কী আর বলব!

সাড়ে-এগারোটা থেকে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে, ভিড় ঠেলে, ঘোড়ার ধাক্কা সয়ে কত তপস্যার পর তো ঢুকলাম খেলার গ্রাউন্ডে! ভিড়ের ঠেলায় পকেট ছিঁড়ে যা ছিল সব গড়িয়ে গেছে গড়ের মাঠে। মানে, মামার পকেটের যা-কিছু ছিল। আমার পকেট তো এমনিতেই গড়ের মাঠ!

ছিন্ন হয়ে ক্যালকাটা গ্রাউন্ডে ঢুকেছিলাম, ভিন্ন হয়ে বেরুলাম খেলার শেষে। ওই ভিড়ের ঠেলাতেই।

ভাগ্যিস মামা ছিলেন হুঁশিয়ার! খাড়া ছিলেন গেটের গোড়ায়, তাই একটু না আগাতেই দেখা মিলল, নইলে এই গোলের মধ্যে (মোহনবাগানের এত গোলের পর) আবার যদি মামাকে ফের খুঁজতে হত তা হলেই আমার হয়েছিল! আমার হাঁকডাকে কত জনার সাড়া মিলত, কত জনার কত মামাই যে অযাচিত এসে দেখা দিতেন—কে জানে! এই জন-সমুদ্রে আমি নিজেই হারিয়ে যেতাম কিনা তাই কে বলবে! আমার নিজের খেই হারিয়ে গেলেই তো হয়েছিল!

মামা বললেন, 'একটু চা না হলে বাঁচিনে রে, যা তেষ্টা পেয়েছে, বাপ্! গলা শুকিয়ে যেন কাঠ মেরে গেছে—জিভ-টিভ সব সুখতলা।'

'আমারো তেষ্টা লেগেছে মামা।' আমি বলি। 'তবে চা যদি নেহাত নাই মেলে, শরবত হলেও আমার হয়।'

'হ্যাঁ, শরবত! বলে চায়েরই পয়সা জুটছে না, তো শরবত!' নকুড় মামা চ্যাঁচান ঃ 'দু-আনা পয়সা হলে এক কাপ চা কিনে দুভাগ করে খাওয়া যায়। গলাটা একটু ভিজিয়ে বাঁচি,—দুজনেই বাঁচি। আছে না কি তোর কাছে দু-আনা?'

'না মামা।'

'একটা দুয়ানিও নেই? একদম না? দেখেছিস ভালো করে? তা, দুয়ানি না থাক—দুটো আনি? দুটো আনি হলেও তো হয়।

অ্যাঁ! তাও না? একটা আনি আর দুটো ডবল পয়সা? নেইকো? যাকগে, তবে

চারটে ডবল পয়সা—তাই দে? তাও পারবিনে? তাহলে ডবলে আর বে-ডবলে মিলিয়ে বার কর। মোটের উপর যে করেই হোক, আটটা পয়সা হলেই হয়ে যায়। তবুও ঘাড় নাড়ছিস? তাও নেই? তাহলে ফুটো পয়সাই সই—তাই বার কর দেখি আটটা—তাহলেই হবে, তাতেই চালিয়ে নেব কোনোরকমে।'

'না মামা।' আমার পুনঃ-পুনরুক্তি।

'আহা, প্রাণে যেন আমার চিমটি কেটে দিলেন? কেতাথ হলুম।' মামা ভ্যাংচান আমায়—'ন্যা-ম্যা-ম্যা।'

কার্জন পার্কের কোণ অবদি মামা চুপচাপ আসেন, আধমড়ার মতন। তারপর চৌরঙ্গির মোড়ে পৌঁছতেই যেন চানকে ওঠেন আবার। —'চ, তোদের পাড়ায় যাই, সেখানকার চায়ের দোকানে নিশ্চয় তোকে ধার দেবে। তোর চেনাশোনা লোক সব—ভাবসাব আছেই! তাই চল। .....চা না পেলে আজ আমি বাঁচব না। পঞ্চত্ব লাভ করব। দেখিস তুই।'

'আমার পাড়ার চা-ওয়ালারা? তুমি তাদের চেনো না মামা! এমন খুঁতখুঁতে লোক আর হয় না। এত কেপণ তুমি সাতজন্মে দ্যাখোনি। আর, এমনি হুঁশিয়ার যে, তুমি যদি সিগ্রেট ধরাতে যাও আর দেশলায়ের বাক্স চাও, না?—তারা বাক্সর বদলে শুধু একটা কাঠি দেবে তোমাকে, আর খোলটা শক্ত করে ধরে রাখবে হাতের মুঠোয়। বাক্সটা হাতছাড়াই করবে না, এক মিনিটের জন্যেও নয়, ধার দেয়া দূরে থাক। কেবল তার ধারে কাঠিটা ঘষে তোমার সিগ্রেট ধরিয়ে নাও, ব্যস। দেশলায়ের গায়ে ঘষতে দেবে কেবল, কিন্তু দেশলায়ের কাছে ঘেঁষতে দেবে না তোমায়। এমনি মারাত্মক লোক সব।'

'বলিস কিরে, অ্যাঁ? এই বয়সেই সিগ্রেট খাওয়ার বিদ্যে হয়েচে? গোঁফ না গজাতেই বিড়ি ধরাতে শিখেচো? বটে?' মামা ভারী খাপপা হয়ে ওঠেন।

'বা রে, তা আমি কখন বললুম? এ তো আমার চোখে দেখার কথাই বলচি—চেখে দেখার কথা বলেচি কি?' আমি আপত্তি করি।

'খাসনি? খাসনি তো? খাসনে তো? তা হলেই হল। না খেলেই ভালো। তুই আমার একমাত্র ভাগনে নোস তা জানি, কিন্তু অদ্বিতীয় তো। তোর মতন মার্কামারা আরেকটা তো আমার নেই। তুইও যদি সিগ্রেট ফুঁকে অকালে যাদবপুর হয়ে কেটে পড়িস, অবশ্যি, দুঃখে আমি মারা যাব না, তা ঠিক; কিন্তু তাই বলে টি-বি হওয়াটা কি ভালো? তুইও যদি টিবিয়ে টেঁসে যাস—সান্ত্বনা দেবার আরো ভাগনে আমার থাকবে বটে—'

'কিন্তু, ভাগে যে একটা কম পড়বে তাও বটে! ভয় নেই মামা, আমি তোমার ভাগব না।' জানাতে হয় আমায়?

'আমার ভাগ্যি! .....এখন আয়, এখানে বসে নিখরচায় চা খাবার একটা বুদ্ধি

বার করি.....' নকুড় মামা বলেন। দুজনে মিলে তখন মাথা খাটাই আমরা। ভিখিরি হলে যেমন ভেক এসে পড়ে, ফকির হলেই তেমনি যত ফিকির দেখা দেয়।

'শোন, এক কাজ করা যাক', মামা বাতলান ঃ 'তুই যেন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিস এই রকম ভাব দেখাবি। অ্যাকটিং করবি আর কি! আমি তোকে ধরে-ধরে নিয়ে যাব একটা চায়ের দোকানে, কিংবা ঢুকব কোনো একটা রেস্তরাঁয়—'

'কি রকমের অ্যাকটিং?' প্রথম অঙ্কের আগেই আমার প্রস্তাবনা। —'ভালো করে বুঝিয়ে দাও আগে।'

'ডালুদির হিস্টিরিয়া হতে দেখেছিস তো? আমার ডালুদি তোর ডালুমাসিরে! তুই সেই ডালুদির মতো সেইরকম গা নাড়তে থাকবি—হাত-পা কাঁপাবি। যদি কাছে-পিঠে কেউ না থাকে তো হাত পা ছুড়তে শুরু করতে—'

'নকুড় মামা, ন কুরু', আমি সংস্কৃত করে বলি—তার পরে ফের ব্যাখ্যা করে দিই সোজা বাংলায়—'অমন কার্যটি কোরো না। কদাপি না। হিস্টিরিয়া হচ্ছে—মেয়েলি ব্যাপার। ছেলেদের ওসব রোগ কি কখনো হয়? কক্ষনো না।'

'না, হয় না! তোকে বলেছে! ছেলেমাত্রই তো এক-একটি রোগ। আর ও জি ইউ ই।' মামা সাদা বাংলায় বলে সিধে ইংরেজিতে বুঝিয়ে দ্যান ফের ঃ 'শোন, ওসব আদিখ্যেতা রাখ, এখন যা বলছি তাই কর। আমি তোকে ধরাধরি করে নিয়ে যাব চা-খানায়। এইতো গেল প্রথম দৃশ্য। তারপর আমি যা-যা বলি যা-যা করি দেখতেই পাবি। তুই ভান করবি আর আমি ভনিতা করব, কিন্তু আড়চোখে দেখে রাখবি সব ভালো করে কেননা—'

'হিস্টিরিয়া বানিয়ে আমার লাভ?' সমস্ত দৃশ্যটা মনশ্চক্ষে দেখেই এমন আমার বিসদৃশ লাগে! বিষের মতো লাগতে থাকে আমার।

'দেখতেই পাবি। হাতেনাতেই দেখবি। হিস্টিরিয়ার দাবাই হল গরম দুধ, চা, টোসট, কেক, কারি, চপ, কাটলেট, পুডিং, পোচ, ডবল মামলেট ফিশ-ফ্রাই—ইত্যাদি! ইত্যাদি!!'

'আর বোলো না, বোলো না!' বলতে না-বলতেই আমি চলকে উঠি, রাজি হয়ে যাই, তৎক্ষণাৎ।—'কিন্তু মামা, সে তো হল আমার খাওয়া। তারপর? তোমার দশা কী হবে তারপর?'

'আরে, সেই কথাই তো বলছি রে। আমি যা-যা করি—বলি—দেখেশুনে মনের মধ্যে টুকে রাখবি ভালো করে। বলচি কি তবে? আরে, তার পরের দোকানটাতেই তো আমার পালা। তখন আমার হবে হিস্টিরিয়া, আর তোকে করতে হবে আমার তদারক। বুঝেছিস রে হাঁদা?'

'জলের মতন।' বলেই আমি একগাল হাসি। হেসেই হাঁ-টা বুজিয়ে ফেলি তক্ষুনি। অমন হাঁ করে মামার ব্যাখ্যানা শুনছিলাম বলেই না ওই হাঁদা-অপবাদ শুনতে হল

আমায়।—'ধন্য মামা, ধন্য! এমন না হলে মাথা!' মুক্তকণ্ঠে মামার প্রশংসাপত্র বিলাই।

—'অ্যাতো বুদ্ধি ধরো তোমার ধড়ে, অ্যাঁ?'

'আরে, এ আর তুই কি দেখলি আমার মাথার?' মাথা নাড়েন মামা, 'মাথা তো নয়, যেন সার জন মাথাই। বুদ্ধির একটি আটচালা এটি! আট রকমের চাল খেলছে এখানে! সব সময়েই। বুঝেছিস?'

তারপর আমাদের মামা-ভাগনের অভিযান শুরু হল। অভিনয়ের দায় পড়ল আমার। প্রাথমিক শুশ্রুষার ভার নিলেন মামা। বেন্টিক ইস্‌স্ট্রিট ধরে প্যারাডাইজ সিনেমার ধার দিয়ে আরম্ভ হল আমাদের অভিযান।

আমার হাত-পা কাঁপতে থাকল, ডালু-মাসির মতোই যত ডালপালা নড়তে লাগল আমার। দাঁতে দাঁতে লেগে গেল, চোখ বুঁজে এল—দেখতে না-দেখতেই!

নকুড় মামা আমাকে সযত্নে ধরাধরি করে এক চায়ের দোকানে এনে বসালেন।

চেয়ারটায় বসতেই আমি এলিয়ে পড়লাম।

নকুড় মামা, যাতে আমি গড়িয়ে মাটিতে না পড়ি, লক্ষ রাখলেন সেদিকে। আর জামার গলার দিকের বোতামগুলো খুলে দিলেন আমার। দোকানের টেবিলে সেদিনের যে খবরকাগজ পড়েছিল, কাউকেও একটিও কথা না বলে নকুড় মামা তাই দিয়ে সজোরে হাওয়া করতে লাগলেন আমায়। আমিও উঃ! আঃ! ইঃ! ঈঃ! এঃ, ওঃ ঐঃ ঔঃ!! স্বরবর্ণের থেকে এইরকম এক-একটা বিচ্ছিরি আওয়াজ বার করতে লাগলাম যে বলবার নয়।